জৈব প্রযুক্তিতে উৎপন্ন শস্য প্রচলিত শস্যের মতই নিরাপদ

মেরি অ্যান পিটার্স
বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদুত

যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, কানাডা ও মিশর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) কাছে গত ১৩ই মে এই মর্মে অনুরোধ জানায় যে, জৈবপ্রযুক্তিযুক্ত কৃষিপণ্য আমদানী অনুমোদন করার ব্যাপারে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সিদ্ধান্তগ্রহণ বন্ধ রাখার বিষয়টি নিয়ে ডব্লিউটিও যেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ই ইউ) সাথে আলোচনা করে। জৈবপ্রযুক্তিযুক্ত কৃষি পণ্যের ওপর ই ইউ-র এই সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করার মত বিপুল সংখ্যক আইনগত ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদি এই সব দেশের হাতে রয়েছে।

আমদানী নিয়ন্ত্রণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থার সমর্থনে যথেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক যুক্তি-প্রমাণাদি থাকার এবং নিয়ন্ত্রণমূলক অনুমোদন প্রক্রিয়া কোন রকম অকারণ বিলম্ব ছাড়াই ত্বরান্বিত করার যে বিধান বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার রয়েছে, ই ইউ গত পাঁচ বছর ধরে তা ক্রমাগতভাবে লঙ্ঘন করে চলেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো গত ১৯৯৮ সাল থেকে জৈবপ্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত নতুন কৃষিপণ্যের নিয়ন্ত্রণমূলক অনুমোদনে বাধা দিয়েছে এবং এই ব্যবস্থার সমর্থনে তারা এমন কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদি দেখাতে পারে নি যে, এই সব পণ্য মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার স্যানিটারী ও ফিটোস্যানিটারী (এসপিএস) চুক্তির বিধান অনুসারে এই বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদি দেখানো জরুরী। যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যরা শুধুমাত্র এই বিষয়টিই নিশ্চিত করতে চায় যে, জৈবপ্রযুক্তিযুক্ত কৃষি পণ্য আমদানীর বিষয়টি সম্পর্কে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পর্যালোচনা ও অনুমোদন প্রক্রিয়া যেন বৈজ্ঞানিক ও আইন-ভিত্তিক হয়।

সোজা কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, ইউরোপীয় ইউনিয়ন আরোপিত এই নিষেধাজ্ঞার কোন আইনগত ভিত্তি নেই। জৈব-প্রকৌশল প্রয়োগ করে উৎপন্ন করা যে সব খাদ্য বর্তমানে বাজারে চালু রয়েছে সেগুলো প্রচলিত খাদ্যের মতই নিরাপদ বলে দেখা যাচ্ছে। ফ্রান্সের একাডেমী অফ সায়েন্সেস বলেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের ৩০ কোটিরও বেশী মানুষ বছরের পর বছর ধরে জৈব প্রযুক্তির আওতায় উৎপাদিত নানা ধরণের দানাদার শস্য ও সয়াবিন তেল খাচ্ছেন। এ কারণে এদের কারো

দেহে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে বলে শোনা যায়নি। ই ইউ নিজেই স্বীকার করে যে, বাজারে প্রচলিত জৈব প্রযুক্তিতে উৎপন্ন খাবার মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য কোন হুমকি নয়।

দুর্ভাগ্যবশত, জৈব প্রযুক্তিগত কৃষি পণ্য ইউরোপে প্রবেশের ব্যাপারে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিষেধাজ্ঞার প্রভাব ইউরোপের বাইরেও পড়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাধ্যবাধকতা মেনে চলার ব্যাপারে ই ইউর এই অস্বীকৃতি একটি কল্যাণকর প্রযুক্তি গ্রহণে বিলম্ব ঘটাচ্ছে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ইতিমধ্যেই এর নেতিবাচক প্রভাবে পড়েছে। গত ২০০২ সালের শরৎ কালে আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলের কিছু খরা কবলিত দেশ যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া খাদ্য সাহায্য নিতে চাচ্ছিল না; কেননা তাদের কাছে এই ভুল তথ্য ছিল যে, এতে তাদের দেশে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ খাতে বিরূপ প্রভাব পড়বে এবং নিজেদের দেশের খাদ্য শস্য "দুষিত" হয়ে পড়বে এবং ইউরোপে তাদের খাদ্য শস্য রফতানী বিপন্ন হবে। কাজেই, জৈব প্রযুক্তিযুক্ত কৃষিপণ্যের যারা সবচেয়ে বেশী সুফলভোগী সেই উন্নয়নশীল দেশসমুহের গরীব এবং অপুষ্টির শিকার জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বেশী।

ই ইউ-র নিষেধাজ্ঞার এই প্রতিকূল প্রভাব জৈব প্রযুক্তির সুফলকেই হুমকির মুখে ফেলেছে। অথচ এই প্রযুক্তি কৃষি উৎপাদন জোরদার করে উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় শ্রেণীর দেশের মানুষের জীবনের মান উন্নয়নে সহায়তা করতে পারে। সারা বিশ্বের কৃষকরা জৈব প্রযুক্তিতে উৎপন্ন শস্যের অর্থনৈতিক, কৃষিজাত ও পরিবেশগত সুফল স্বীকার করেছেন। এই সব চারা থেকে শস্য উৎপন্ন হয় বেশী এবং কম উর্বর জমিতেও এগুলোর ফলন বেশী হয়। বর্তমানে আফ্রিকায় কোন কোন ফসলের ৮০ শতাংশ পর্যন্ত খরায় নষ্ট হয়। খরা সহনীয় জৈব প্রযুক্তিযুক্ত শস্য সেই সব উন্নয়নশীল দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে যে সব দেশ তার জনগণকে খাদ্যের যোগান দিতে হিমশিম খাচ্ছে।

কৃষিতে জৈব প্রযুক্তির অধিকতর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিবেশগত সুবিধাও বয়ে আনতে পারে। জৈব প্রযুক্তিজাত শস্যের আবাদ করে কৃষকরা ভূমিক্ষয় ও কীটনাশকের ব্যবহারও হ্রাস করতে পারে। জৈব প্রযুক্তিজাত শস্যের আবাদ নদনদী ও জলধারাকে দূষণমুক্ত রেখে বন্য পশুপাখির জন্য অধিকতর অনুকূল আবাসভূমি গড়ে তুলতে পারে। কৃষকরা বিদ্যমান জমিতেই অধিক ফসল ফলাতে পারলে তারা উষ্ণমন্ডলীয় বনভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক আবাসভূমিতে আবাদ করতে কম উৎসাহিত হবে।

পরিশেষে বলতে হয়, যারা দাবী করছেন যে যুক্তরাষ্ট্র ভোক্তাদের ওপর জৈব প্রযুক্তিজাত খাদ্যসামগ্রী চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে, তারা প্রকৃতপক্ষে উল্টো যুক্তি দিচ্ছেন। কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক,

স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ভিত্তি ছাড়া গৃহীত ইউরোপীয় ইউনিয়নেরই একতরফা, বেআইনী ও অযৌক্তিক কার্যব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী ভোক্তাদের পছন্দ মতো পণ্য বেছে নেয়ার সুযোগকে সংকুচিত করছে। যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যরা এমন নিয়মবিধি প্রত্যাশা করছে যা একদিকে ভোক্তাদের পছন্দমতো পণ্য বেছে নেয়ার সুযোগকে যেমন সম্প্রসারিত করবে সর্বাধিক, তেমনি তাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাও রক্ষা করবে।

======

জিআর/ ঢাকা, ৫ই জুন, ২০০৩

দ্রষ্টব্য: এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: 9881677; B-‡gBj: dhaka@pd.state.gov Ges Website: http://www.usembassy-dhaka.org) †hvMv‡hvM Ki"b|